দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 15 SEP 1996
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ॥ বাংলাদেশের বাস্তবতা

আবীর হাসান

বাংলাদেশে কম্পিউটার ব্যবহারকারীর সংখ্যা এখন ধীরে ধীরে হলেও বাড়ছে। একসময় যাঁরা কম্পিউটারকে বিলাসদ্রব্য বলে মনে করতেন তাঁদের টনক নড়তে শুরু করেছে। কারণ যতই দিন যাচ্ছে ততই সকল কর্মক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যবহার দ্রুতগতিতে বাড়ছে। আগামী বছর পাঁচেকের মধ্যে বৈদেশিক বাণিজ্য, উন্নত শিল্প প্রযুক্তি, ব্যবসায়িক হিসাব সংরক্ষণ, শিক্ষা, চিকিৎসা, সংবাদ ও সব রকমের তথ্য আদান-প্রদান, এক কথায় সব কাজেই কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার যখন সারা বিশ্বে শুরু হবে তখন (বর্তমান গতিতে চলতে থাকলে) বাংলাদেশ পিছিয়ে পড়বে। অথচ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে কম্পিউটার ব্যবহারকারী প্রথম দেশ ছিল বাংলাদেশ। কিন্তু সরকারী নীতিহীনতা এবং বেসরকারী উদ্যোগে বিশৃঙ্খলা, সর্বোপরি নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে ভীতি ও উচ্চমূল্যের কারণে বাংলাদেশ কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে। কিন্তু এ পিছিয়ে থাকার ফলটা হয়েছে দুঃখজনক। এখন যদি বাংলাদেশে কম্পিউটারে উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনশক্তি থাকত তাহলে ডাটা এন্ট্রি শিল্পের বিশ্ব বাজারে সদর্পে বিচরণ করতে পারত। কারণ বিশ্বের উন্নত দেশগুলোয় বিভিন্ন বিষয়ের ডাটা এন্ট্রির কাজ করার জন্য এখন লোকের অভাব পড়ে গেছে। এছাড়া ওসব দেশে মজুরিও আকাশচুম্বি। সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মতো দেশ যেখানে মজুরী কম সেখানে আসার জন্য তো তারা উদগ্রীব থাকবেই। কিন্তু বাংলাদেশের প্রকৃত অবস্থা হলো ডাটা এন্ট্রি করার মতো উপযুক্ত জনশক্তি নেই। কিন্তু যখন থেকে বাংলাদেশে কম্পিউটার এসেছে তখন থেকে যদি বহির্বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এখানে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের কার্যক্রম শুরু হতো তাহলে অবশ্যই এখন বাংলাদেশ শিল্প হিসাবে এটাকে গ্রহণ করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করতে পারত।

বাংলাদেশে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সত্যিকার অর্থে শুরু হয়েছে মাত্র বছর দুয়েক হলো। তাও ব্যাপকভাবে নয়। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে কম্পিউটার শিক্ষার যে পাঠ্যক্রম চালু হয়েছে সে কার্যক্রমে পড়ার পর উচ্চতর প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এখনও সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে। এছাড়া ঐ পাঠ্যক্রমেরও আধুনিকিকরণ প্রয়োজন। যেমন ঐ পাঠ্যসূচীর মাধ্যমে ডস পদ্ধতির অপারেটিং পদ্ধতি শেখানো হচ্ছে। কিন্তু আধুনিক বিশ্বের জন্য প্রয়োজন উইন্ডোজ পদ্ধতির প্রশিক্ষণ।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় নট্রামস নামের একটি প্রকল্পও গ্রহণ করছে যার অধীনে নির্বাচিত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার সরবরাহ করা হচ্ছে। কিন্তু উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও পড়াশোনার বিষয়টি এখনও সীমিত আকারে বেসরকারী পর্যায়েই রয়ে গেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক মাস আগে মাত্র কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের জন্য নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছে।

প্রশিক্ষণ চলছে কিংবা কম্পিউটার সম্বন্ধে উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদানের মতো কয়েকটি মাত্র বেসরকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে রাজধানী ঢাকা এবং চট্টগ্রামে— এগুলোও প্রায় নতুনই। একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক কোর্স চলছে এখান থেকে ১৯৯৮ সালে বের হবে দেশের প্রথম কম্পিউটার প্রযুক্তি স্নাতক। এছাড়া পেশাগত প্রশিক্ষণদানের জন্য বেশ ক'টি প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন কোর্স চালু করেছে। বিশেষজ্ঞদের আগমনের অন্তর্বর্তী সময়ে এরা কাজ চালিয়ে নিতে পারবে।

চট্টগ্রামে সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কম্পিউটার কলেজ। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও ব্যাংকসমূহে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কম্পিউটারে কাজ চালিয়ে নেবার মতো প্রশিক্ষণও দেয়া শুরু হয়েছে। কিন্তু তার পরেও বলতে হবে— কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের উদ্যোগ অত্যন্ত মন্থরগতিতে চলছে।

বাংলাদেশের সমমানের অন্যান্য দেশ এমনকি নেপালের মতো দেশও কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বেশ এগিয়ে রয়েছে। আর ভারতে কম্পিউটার প্রশিক্ষণই কয়েক শ' কোটি ডলারের শিল্পে পরিণত হয়েছে এবং লক্ষণীয় বিষয় হলো ওখানে শিল্পোদ্যোক্তা এবং কম্পিউটার বিপণনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোই এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে।

বাংলাদেশেও এ ধরনের সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া ওখানকার সংস্থাগুলো বিদেশেও যৌথ উদ্যোগে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণ কোর্স চালাচ্ছে। বাংলাদেশেও এ ধরনের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব।

গত ১৮ আগস্ট রফতানি উন্নয়ন ব্যুরোতে একটি ব্যতিক্রমী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ সভায় আলোচ্য ছিল "কম্পিউটার সফটওয়্যার ও ডাটা এন্ট্রি সার্ভিসেস রফতানি।" সভায় সম্ভাবনা যাচাই ও শিল্প সম্প্রসারণের অন্তরায় ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। এ সভায় দেশের কম্পিউটার অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারা তাদের সুচিন্তিত মতামত দেন। ইতিবাচক সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছে।

এখন প্রয়োজন জনবল তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ। এর জন্য সমন্বিত বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে সরকারকে।

প্রাথমিকভাবে কয়েকটি বিষয়ে সরকারকে আশু পদক্ষেপ নিতে হবে যেমন— কম্পিউটারের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে শুল্ক হ্রাস করতে হবে। এছাড়া সম্প্রতি ইন্টারনেট অনলাইনের ব্যবহার শুরু হয়েছে বাংলাদেশে। বিশেষজ্ঞমহল থেকে দাবি উঠেছে ভবিষ্যতে যুগের প্রয়োজন মেটাতে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে তো বটেই; দেশের স্কুল-কলেজগুলোকেও এর আওতায় আনার। আশা প্রকাশ করা হয়েছে— এটা করা হলে প্রশিক্ষণের পরিধি বৃদ্ধি পাবে এবং সময়মতো প্রয়োজনীয় জনবল পাওয়া যাবে।